সরকারী রাস্তার মেহগনি গাছ কেটে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (খএঊউ)’র আওতাধীন সরকারী রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৫ নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ধোপাবিলা বারো কুদালিয়া গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে এই গাছ কাটা হয়েছে বলে জানা যায়।

এই গাছ কাটার অভিযোগ ওই একই গ্রামের , মোঃ ছানার মন্ডলের ছেলে লিটন বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা জানান, সরকারী রাস্তার গাছ লিটন অবৈধভাবে কেটে নিচ্ছেন, তার ভয়ে কেই তাকে প্রতিবাদ করার শাহস পাচ্ছেনা। তারা আরও বলেন গাছ গুলো কেটে ফেললে সরকারের ক্ষতি হবে পাশাপাশি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। স্থানীয় জনগন নিরাপত্তা এবং সুশিতল ছায়া ও পরিবেশ রক্ষার সার্থে গাছ গুলো রক্ষার দাবী জানান তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গত দুই দিন ধরে ১৩ ও ১৪ ই ডিসেম্বর, রাস্তার পাশের প্রায় ৩০ টা গাছ কাটা হয়েছে। গাছ কেটে শেষে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারা সন্দেহ করছেন যে এর পেছনে কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য রয়েছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানালে তারা গাছগুলো এলজিইডি’র বলে জানান এবং তারা এব্যপারে পদক্ষেপ নিবে বলে আশা করেন।

এই গাছ কাটার ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে, এলজিইডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এব্যাপারে ভিকটিম লিটন জানান গাছ গুলো আমাদের লাগানো এখন বড় হয়েগেছে তাই কেটে নিচ্ছি।

চুয়াডাঙ্গায় গাছ থেকে পড়ে

শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গাছ কাটতে যেয়ে পা পিছলে পড়ে সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সোমবার বেলা ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার অদূরে রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সেলিম হোসেন গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যান তিনি এ সময় গাছের ডাল কাটতে যেয়ে ৪০ ফিট উচ্চতা থেকে পা পিছলে অসাবধানতাবশত তিনি গাছ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

এ অবস্থায় অন্য গাছ কাটা শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। আজ মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেলে বেলা সকাল ১০ টার সময় মৃত্যু হয় তার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া নিবাসী শান্তি রহমানের ৬ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে সেলিম হোসেন (৪৫)। বর্তমানে সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদরের পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

হায়দাপুর গ্রামের আমান জানান, সেলিম হোসেনের তিন কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তানের জনক। তিন কন্যা সন্তানের বিবাহিত হলেও পুত্রসন্তান নবালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

পরিবারের একমাএ উপার্জনকারি ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তাকে জানাজা করিয়ে হায়দার পুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

দরপত্র ছাড়াই স্কুলের গাছ বিক্রি করলেন প্রধান শিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুলের দুটি গাছ বিক্রির অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। দরপত্র ছাড়া গাছ বিক্রির কোনো নিয়ম নেই বললেন মাধ্যিমিক শিক্ষা অফিসার। প্রধান শিক্ষক বলছেন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিক্রি করা যাবে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কোন টেন্ডার ছাড়াই প্রায় ৫০ হাজার টাকা মুল্যের দুটি মেহুগনি গাছ নাটকীয় কায়দায় সাড়ে ২৭ হাজার টাকায় বিক্রি করেন প্রধান শিক্ষক ওহেদুল হক আসাদ। বিদ্যালয়ের গাছ বিক্রির ঘটনায় শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।

বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক জানান, ইতিপূর্বেও বিদ্যালয়ের অনেক গাছ বিক্রয় করেছেন তিনি শুধুমাত্র একটি রেজুলেশন করে গাছ বিক্রি করেন এবারও তিনি দুটো গাছ বিক্রি করেন রেগুলেশন করেই। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান শুধুমাত্র সভাপতি কে ম্যানেজ করেই এসব কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

গাছ ক্রেতা বেতবাড়িয়া গ্রামের বকুল বেপারী জানান, টেন্ডার ফেন্ডার বুঝিনি। হেড স্যার বললেন গাছ বেচব। কম দামে পেলাম, লাভের আশায় কিনেছি।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ওয়াহেদুল হক আসাদ জানান, গাছ বিক্রি করতে টেন্ডার দিতে হয় আমার জানা ছিল না। তাছাড়া এখানে একটি ভবন নির্মাণ করা হবে এ ভবন নির্মান কাজের ঠিকাদার গাছ কেটে ফেলার জন্য তাগাদা দিলে আমরা গাছ দুটি বিক্রি করি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার জানান, ি শক্ষা প্রতিষ্ঠানের গাছ টেন্ডার ছাড়া বিক্রির কোনো সুযোগ নেই । তবে উনি যদি টেন্ডার ছাড়াই বিক্রি করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভুল করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, প্রধান শিক্ষক যদি টেন্ডার ছাড়া গাছ বিক্রি করে থাকে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুর্বৃত্তদের গাছের সঙ্গে শত্রুতা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার হাওয়াখালী এলাকায় দুর্ব্ত্তৃ কর্তৃক শতাধিক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে ভেড়ামারা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে গাছের মালিক। ভেড়ামারা বিলশুকা এলাকার মৃত কিতাব আলী প্রামানিকের ছেলে আবু বক্কার সিদ্দিকের লিখিত অভিযোগ ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা-মাদিয়া সড়কের হাওখালি আখ সেন্টারের দক্ষিণ পাশে গতকাল মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা শতাধিক আম, লিচু ও মেহেগুনি গাছ কর্তন করেছে।

এছাড়াও সবজীর বাগানে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত করেছে। এত প্রায় ১ লাখ টাকা ক্ষতি সাধিত করেছে।

এ ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।